দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 25 SEP 2007
পৃষ্ঠা ১৪ কলাম ২

০৭ চিকিৎসা

নির্ধারিত সময়ের আগেই ভর্তি বিজ্ঞাপন দেয়ায় দুই মেডিক্যাল কলেজের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা

কাবর আহমেদ খান ॥ নীতিমালা না মেনে নির্ধারিত সময়ের আগেই ভর্তির বিজ্ঞাপন দেয়ায় দু'টি মেডিক্যাল কলেজের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে যাচ্ছে সরকার। এর একটি হচ্ছে বাজিতপুরের 'জহিরুল ইসলাম মেডিক্যাল কলেজ' এবং অন্যটি হচ্ছে ময়মনসিংহের 'কমিউনিটি বেজড মেডিক্যাল কলেজ'। নীতিমালার সুস্পষ্ট লঙ্ঘন করায় কলেজ দু'টিকে সতর্ক করে দিয়ে কারণ দর্শানোর নোটিস পাঠাবে স্বাস্থ্য অধিদফতর। দু'একদিনের মধ্যেই এই নোটিস কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠিয়ে দেয়া হবে। আগামী ১০ দিনের মধ্যে এর জবাব দিতে নির্দেশ দেয়া হবে নোটিসে।

এদিকে দেশের বেসরকারী ৩২টি মেডিক্যাল কলেজের মধ্যে ১৪টির বিরুদ্ধে স্বাস্থ্য অধিদফতর থেকে চলতি শিক্ষাবর্ষে প্রথম বর্ষে ছাত্র ভর্তির ওপর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। অথচ আগামী ২৬ অক্টোবর সরকারী মেডিক্যালের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠানের পরই নিয়ম অনুযায়ী বেসরকারী মেডিক্যালের ভর্তি পরীক্ষা শুরু করতে হবে। সে অনুযায়ী সময় বাকি আছে মাত্র এক মাস। এরই মধ্যে সুরাহা করতে হবে। জানা যায়, বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজ নীতিমালার বিভিন্ন শর্ত পূরণ না করায় তাদের বিরুদ্ধে ভর্তি স্থগিত রাখার নির্দেশ দেয়া হয়। এ অবস্থায় স্বাস্থ্য অধিদফতরের কাছে অনেক মেডিক্যাল কলেজের পক্ষ থেকে তাদের শর্ত পূরণ হয়েছে– এই মর্মে লিখিত দিয়ে ভর্তি কার্যক্রম চালুর পুনরায় নির্দেশ পাওয়ার জন্য অপেক্ষায় আছে। এসব মেডিক্যাল কলেজের ব্যাপারে আগামী দু'তিন সপ্তাহের মধ্যে যাচাই-বাছাই করে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে। বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজ নীতিমালা অনুযায়ী সরকারী ১৪টি মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে শুরু হবে বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি কার্যক্রম। সে মতে, আগামী ২৬ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হবে সরকারী মেডিক্যাল কলেজগুলোর ভর্তি পরীক্ষা। নিয়ম অনুযায়ী এরপরই শুরু হবে বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজের ভর্তি পরীক্ষা। স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানের নির্ধারিত তারিখ অনুযায়ী ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। কিন্তু নিয়ম লঙ্ঘন করে জহিরুল ইসলাম মেডিক্যাল কলেজ এবং কমিউনিটি বেজড মেডিক্যাল কলেজ ভর্তির বিজ্ঞাপন দিয়েছে দু'টি জাতীয় দৈনিকে।

ভর্তির আবেদন কেনার কথা উল্লেখ করে গত শুক্রবার ২১ সেপ্টেম্বর ইত্তেফাক এবং প্রথম আলোতে ময়মনসিংহের কমিউনিটি বেজড মেডিক্যাল কলেজ বাংলাদেশ এর ভর্তি বিজ্ঞপ্তি দেয়া হয়েছে। ভর্তি বিজ্ঞপ্তিতে প্রথম বর্ষ এমবিবিএস কোর্সে ২০০৭-০৮ শিক্ষাবর্ষে ভর্তির জন্য নির্ধারিত ফরমে দরখাস্ত আহ্বান করা হয়। কমিউনিটি বেজড মেডিক্যাল কলেজের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে আগামী ১৬ নবেম্বর সকাল ১১টায় কলেজ ভবনে। সরকারী নিয়মানুযায়ী ১শ' নম্বরের এমসিকিউ পদ্ধতিতে লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। একই রকম বিজ্ঞাপন দেয়া হয়েছে জহিরুল ইসলাম মেডিক্যাল কলেজের। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজগুলো এক হাজার টাকা ভর্তি ফরম বিক্রি করে থাকে। সরকারী মেডিক্যাল কলেজগুলো যেখানে মাত্র আড়াই শ' থেকে তিন শ' টাকা নেয়া হয় সেখানে বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজগুলো ইচ্ছেমতো ফরমের মূল্য নিচ্ছে। এর ওপর আগেভাগে বিজ্ঞাপন দিয়ে অতিরিক্ত ফরম বিক্রি করে অর্থ কামিয়ে নেয়ার একটা পন্থা হিসাবে নিয়ম না মেনে বিজ্ঞাপন দিয়েছে। এটা নীতিমালার সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। এ ব্যাপারে স্বাস্থ্য অধিদফতরের পরিচালক (মেডিক্যাল এডুকেশন) অধ্যাপক ডা. শেফায়েত উল্লাহ বলেছেন, এটা কোনভাবেই মেনে নেয়া যায় না। নিয়ম হচ্ছে সরকারী মেডিক্যালের ভর্তি পরীক্ষা শেষে আগামী নবেম্বর ও ডিসেম্বরের মধ্যে বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। শিক্ষার্থীদের বিপদে ফেলার ফন্দি হিসাবে তারা আগেই ভর্তির বিজ্ঞাপন দিয়েছে, যা নীতিমালার লঙ্ঘন। তিনি এজন্য দু'একদিনের মধ্যে কারণ দর্শানোর নোটিস পাঠানো হবে বলে জানান। তিনি বলেন, তাদের সতর্ক করে দেয়া হবে। অন্যদিকে ৩২টি বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজের মধ্যে ১৪টির ওপরই প্রথম বর্ষে ভর্তির ওপর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। কোনটির শিক্ষার্থী কম, শিক্ষক কম, রোগীর সংখ্যা নগণ্য, আবার কোনটির নিজস্ব ভবন নেই, ভাড়া করা বাড়িতে বছরের পর বছর ধরে শিক্ষা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। ভর্তি কার্যক্রমের আর মাত্র এক মাস বাকি, এরই মধ্যে সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়াধীন স্বাস্থ্য অধিদফতরের অনুমতি আদায় সম্ভব না হলে ছাত্রভর্তি করতে পারবে না দেশের ১৪টি বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজ। জানা গেছে, প্রায় আড়াই হাজার আসন রয়েছে দেশের ৩২টি বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজে। বেসরকারী ৩২টির মধ্যে ১৪টিকেই 'প্রবলেম মেডিক্যাল কলেজ' হিসাবে দেখে আসছে সরকার। এদের যাত্রা শুরু হয়েছে অর্থের দাপট থেকে, চলছে শিক্ষার পরিবর্তে বাণিজ্যিক মনোবৃত্তিতে। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে শুরু হওয়া প্রবলেম মেডিক্যাল কলেজ চিহ্নিতকরণে ৫টি মেডিক্যাল কলেজের করুণ দশার চিত্র ফুটে উঠেছে। এর বাইরে আরও ৯টি মেডিক্যাল কলেজের নানাবিধ সমস্যা রয়েছে। এসব মেডিক্যাল কলেজ সরকারী নীতিমালার ধার ধারে না। নীতিমালার শর্ত পূরণ করেনি এমন বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজগুলো প্রথম বর্ষে ভর্তি স্থগিতের নির্দেশ দেয় স্বাস্থ্য অধিদফতর। এ ব্যাপারে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় গঠিত পরিদর্শক দলের চেয়ারম্যান স্বাস্থ্য অধিদফতরের পরিচালক (মেডিক্যাল এডুকেশন) অধ্যাপক ডা. শেফায়েত উল্লাহ বলেছেন, বেসরকারী মেডিক্যাল কলেজগুলোকে 'বেসরকারী পর্যায়ে মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন ও পরিচালনা নীতিমালা' অনুযায়ী চালাতে হবে। অন্যথায় তাদের ব্যবসা পরিবর্তন করতে হবে। যারা ভালভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করবে তারাই টিকে থাকবে। বাকিদের কার্যক্রম বন্ধ করে দেয়া হবে। তিনি জানান, ১৪টির মধ্যে অনেক প্রতিষ্ঠানই শর্ত পূরণের কথা জানিয়েছে, সেগুলো দেখে যাচাই-বাছাই করে সিদ্ধান্ত নিতে দু'তিন সপ্তাহ সময় লাগবে। এ নিয়ে পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন তৈরি করা হবে।